

লাব্বায়েক্!

মাহবুব সাহেব ছোটখাটো বাড়ী-গাড়ী-ব্যবসা নিয়ে মোটামুটি ভালোই আছেন। ব্যবসাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আরো ভালো থাকতে পারতেন, কিন্তু দুর্নীতি তাঁর বড্ড অপছন্দ। দুর্নীতির আয়ও হারাম, ব্যয়ও হারাম। ওসব করলে মরার পরে আল্লা-রসুলের কাছে লজ্জায় মুখ দেখানো যাবে না। দু'ছেলেকেও এ আদর্শে বড় করেছেন তিনি। হজ্জও করেছেন, এখন সখ ছেলেরা হজ্জ করে আসুক। পড়াশুনা শেষ করার পর দু'জনকেই বিয়ে দিয়েছেন ভালো ঘরে। এখন সময় হজ্জ করার, পরে বাচ্চাকাচ্চা হয়ে গেলে কঠিন হয়ে পড়বে। তা ছাড়া লোকে মনে করে হজ্জটা বুড়ো বয়সের ব্যাপার - বড্ড ভুল ধারণা কারণ হজ্জে খুবই শারীরিক পরিশ্রম হয়।

দুই ছেলে দুই বৌয়ের জন্য হজ্জের টাকা জোগাড় করে দিয়েছেন তিনি। বড় ছেলে ছোটোছোট করে যোগাড়যন্ত্র করছে কিন্তু ছোটকে নিয়ে মহাসমস্যা। ছোটবেলা থেকেই তার রহস্য ও মজা করার আর শেষ নেই, তার রঙ্গরসের পাল্লায় পড়ে চিরকাল সবাই অস্থির। বাবা হজ্জের প্রস্তুতির কথা জিজ্ঞেস করলেই সে বলে - “হচ্ছে বাবা হচ্ছে, সবই হয়ে যাবে সময়মতো। এবছর যদি একজনেরও হজ্জ কবুল হয় তো আমারই হবে ইনশা আল্লাহ”। তার মনের জোর দেখে বাবা আশ্বস্ত হন, ছেলে তাঁর যত রহস্য-রঙ্গই করুক সে মিথ্যাবাদী নয়।

কিন্তু ছোটবৌ আশ্বস্ত হয় না। তার বাবাও হজ্জ করেছে, সে জানে হজ্জে যেতে হলে কতো আগে থেকে কতো জায়গায় ছুটতে হয়, কতো আয়োজন করতে হয়। সে দিব্যি দেখতে পাচ্ছে স্বামী তার কিছুই করছে না। জিজ্ঞেস করলেই ছোট তাকে হেসে বলে - “আমার কাজ আমি করছি - তুমি দোয়া-কালাম মুখস্থ করো আর তোমারটা গুছিয়ে নাও। শেষে যেন এটা-ওটার জন্য দেরী না হয়”। বৌ ত্রস্তে এটা ওটা গোছায় কিন্তু মনের মধ্যে গেঁথেই থাকে সন্দেহটা। তার ওপর সেদিন তার স্বামী বাবার কাছে থেকে হজ্জের নাম করে আরও লাখ খানেক টাকা চেয়ে নিল। কেন নিল?

একদিন বড় চলে গেল হজ্জের ক্যাম্পে বৌয়ের হাত ধরে। বাবা ছোটকে জিজ্ঞেস করলেন -

“তোমার হজ্জ-ক্যাম্পে কবে যাবি? কোন এয়ারলাইন্সে যাবি, কবে ফ্লাইট? মক্কায় কোথায় থাকবি তা ঠিক করা হয়েছে, টাকা দেয়া হয়েছে?”

“ক্যাম্পে কেন যাব। বাড়ি থেকে সোজা হজ্জে যাব - ব্যবস্থা সবই হচ্ছে - তুমি নিশ্চিত থাকো তো বাবা”।

“আচ্ছা। কিন্তু মাথার চুল কাটবি কবে?”

“কাটবি বাবা, ওতে আর কতটুকুই বা সময় লাগে”।

চুল কাটার আগেই যাবার দিন ঘনিয়ে এল। রওনা হবার সময় বাবা বুকে জড়িয়ে দোয়া করলেন, মা অশ্রুসিক্ত চোখে ছেলে-বৌয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে কি বললেন বোঝা গেল না। গাড়ির ড্রাইভার ডিল্লি'র মধ্যে স্যুটকেস রেখে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। মা'কে জড়িয়ে ধরে ছোট বলল - “মা, দশদিন পর ফিরে আসব। দোয়া করো আর গুটিকি রান্না করে রেখো”। বাবা অবাক হলেন।

“দশদিন পর? এত তাড়াতাড়ি কি করে ফিরবি?”

“ফিরব বাবা। কথা দিচ্ছি হজ্ব করেই ফিরব। ঠাট্টা নয় বাবা - সত্যি বলছি”।

বৌয়ের কানে গেল কথাটা। সে জানে দশদিনে হজ্ব করে ফেরা যায় না। কিন্তু সে এ-ও জানে স্বামী তার মিথ্যাবাদী নয় - যেভাবে কথাটা বলেছে নিশ্চিত হয়েই বলেছে। যতো ধাঁধাই লাগুক, যা সে বলেছে তা করবে। সব মিলিয়ে প্রচ্ছন্ন এক স্বামীগর্বে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার চোখমুখ। তাছাড়া স্বামী তাকে ছাড়া চোখে আঁধার দেখে, তার সান্নিধ্যে আনন্দ পায় শক্তি পায় এটাও তার গর্ব। পেছনের সিটে বসল দু’জন - গাড়ী চলা শুরু করলে সে স্বামীর কানে কানে জিজ্ঞেস করে -

“আমরা কোথায় যাচ্ছি গো?”

“কোথায় আবার, হজ্জে যাচ্ছি”।

“এভাবে কেউ হজ্জে যায়? আসলে কোথায় যাচ্ছি সত্যি করে বলোনা!”

ছোট হেসে বলে - “সবুর করো, একটু পরেই দেখতে পাবে”।

একটু পরে বৌ আবার বলল - “বাবার কাছ থেকে এক লাখ টাকা বেশী নিলে কেন?”

ছোট আবারও হেসে বলল - “একটু পরে সেটাও দেখতে পাবে, সবুর করো”।

বৌ সবুর করল। গাড়ী এসে দাঁড়াল বাস স্টেশনে। বৌ বলল

“এ তো বাস স্টেশন!”

“হ্যাঁ - বাস স্টেশনই তো”।

“বাসে করে হজ্জে যাচ্ছি?”

“হ্যাঁ। এবারে তোমাকে নিয়ে উড়াল দেব। তারপর আল্লা-রসুলের সামনে দাঁড়াব দু’জনে, একাবারে সামনাসামনি। পথে কিছু কষ্ট করতে হবে - পারবে তো?”

“পারবো, - কিন্তু আমরা মোটেই হজ্জে যাচ্ছি না, বাসে করে কেউ হজ্জে যায় না। কোথায় যাচ্ছি আমরা?”

“সবই দেখবে। ওখানে গিয়ে বলতে হবে - লাক্বায়েক্”।

“মানে কি?”

“হে আল্লাহ, তুমি ডেকেছ, এই যে আমি হাজির হয়েছি”।

ড্রাইভার ডিগ্নি থেকে বাসে তুলে দিল সুটকেসগুলো, মৃদু হেসে বলল -

“আপনেরে হাজার সালাম সার। অ্যামতেই ধীরে ধীরে মাইনষের চৌক্ষু খুইলা দিব আল্লায়”।

ছোট বলল - “সব রওনা হয়ে গেছে ঠিকমতো? পরের এক লাখ টাকারটাও?”

ড্রাইভার বলল - “হ’ সার। পরশু নিজের হাতে রওনা করাইয়া দিছি শ্যাষের চালান”।

বাসে বসে কৌতুহলে বৌয়ের অসহ লাগছে কিন্তু স্বামীকে মনে হচ্ছে অচেনা। তার এ চেহারা কখনো দেখেনি সে, - ওই বুকে কি এক অস্থির ঝড় চলছে তা তার চোখ দেখলে বোঝা যায়। তার সদা দুরন্ত কৌতুকময় চোখ দু’টো এখন যেন ফ্রেমে বাঁধা ঝড়ের ছবি। বৌ বলল-

“কোথায় যাচ্ছি আমরা?”

“রংপুর”।

“রং - পু - র?” আঁতকে উঠল বৌ - “রংপুর কেন? ওখানে তো আমাদের কেউ নেই?”

স্বামী দীর্ঘশ্বাসে শক্ত করে চেপে ধরল বৌয়ের হাত। গভীর নিঃশ্বাসে শুধু বলল - “বলব - একটু সময় দাও। আর, আমার পাশে থাকো। তুমি সাথে না থাকলে পারব না আমি”।

এবার বৌয়ের হাতও আঁকড়ে ধরল স্বামীর হাত, বুঝল কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে যা আগে কখনো ঘটেনি। বাস চলা শুরু করল, শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত আরামদায়ক বাস। হাতের ব্যাগ খুলে ছোট বের করল মাস দেড়েক আগের কিছু পুরোন খবরের কাগজ। মোটামুটি একই তারিখের এতগুলো কাগজ - - বৌ যেন কিছু একটা বুঝে বুঝেও বুঝতে পারছেন। স্বামীর সততার প্রতি তার অটল বিশ্বাস - যা সে করছে নিশ্চয়ই ভালো করছে। কিন্তু তবুও - এর মধ্যে হজ্ব কি করে হবে তা সে ভেবে পেলনা। আড় চোখে দেখল স্বামী কাগজগুলো একটা একটা করে খুলছে - সেই সাথে শক্ত দৃঢ় হয়ে আসছে তার চিবুক, ঠোঁটে শক্ত হয়ে চেপে বসছে ঠোঁট। বার বার করে একটার পর একটা কাগজের খবর পড়ছে আর ছবি দেখছে।

দুপুরে রংপুরে বাস থেকে নেমে ঘটঘটে বেবিট্যাক্সীতে গ্রামের পথ। দূর গ্রামের কাছাকাছি আসতেই কানে এল জনতার হৈ হৈ। কাছে এসে বৌ দেখল দাঁড়িয়ে আছে চাল-ডাল-আলু-পেঁয়াজ ভর্তি তিনটে ট্রাক। ট্রাকের ওপর থেকে তরণ-কিশোরের দল মহা উৎসাহে লোকজনের মধ্যে বিতরণ করছে চাল-ডাল। তদারকিতে ব্যতিব্যস্ত গ্রামের মাতব্বর আর মসজিদের ইমাম। সর্বগ্রাসী নিষ্ঠুর দুর্ভিক্ষ চলছে উত্তরবঙ্গে কিছুদিন ধরে, মঙ্গা যার নাম। অনাহারে তিলে তিলে কি কষ্টে আছে লক্ষ লক্ষ মানুষ, তিলে তিলে মরে যাচ্ছে কেউ কেউ। খবরের কাগজে সেসব পড়ছে আর ছবি দেখছে সারা জাতি। বুকের পাঁজর বের করা হাড্ডিসার কন্যা, হাড্ডিসার বালক। অনাহারে জর্জরিত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, নিরুপায় যুবক। রাস্তায় পড়ে থাকা হাড্ডিসার মৃতদেহ। কিন্তু এখন ট্রাকের চারপাশে মঙ্গা-পীড়িত জনতার ক্ষুধিত আর্তনাদ বদলে হয়েছে উৎসবের চীৎকার - আনন্দিত মানুষের হর্ষধ্বনি। বৌয়ের মনেও সে আনন্দের ছোঁয়া লেগেছে। কিন্তু স্বামীকে দুষ্টুমি করে বলল -

“ও !! বাবার দেয়া হজ্বের টাকায় এই দান-ধ্যান হচ্ছে তাহলে !”

“দান?” চকচক করে উঠল স্বামীর চোখ। “কিসের দান? কাকে দান?? আশরাফুল মাখলকাত ওরা। দান কথাটার মধ্যে দাতা-গ্রহীতার মান-অপমান আছে, তাই ওটা বাদ। আমি শুধু উপহার দিচ্ছি, মানুষের প্রতি মানুষের উপহার”।

মুঞ্চ বৌয়ের মুখ ফসকে বেরিয়ে এল - “তুমি একটা ফেরেশতা”।

“না, আমি তার চেয়েও বড়। আমি বনি আদম”।

তারপর সেই পরিচিত দুষ্টুমীভরা চোখে স্বামী বললঃ-

“আসলে কি জানো? উপহারের নামে আমি আসলে ব্যবসা করছি - ধারের ব্যবসা, - শ্শ্শ্শ্..... কাউকে বোলোনা যেন!!

“ধা-রে-র ব্যবসা? এখানে এই দুর্ভিক্ষের দেশে??”

বিষ্ময়ে বৌয়ের কথা আটকে গেল গলায়। দুষ্টুমিভরা বাকচাতুরীতে স্বামী তার অনন্য, কিন্তু একের পর এক

এত বিস্ময়ের ধাক্কা সে আর সামলাতে পারছে না।

“কিসের ধার? কিসের ব্যবসা??”

“বুঝলে না? আল্লাকে ধার দিচ্ছি - দ্বিগুণ লাভ হবে, গ্যারান্টেড”।

“আল্লাকে ধার দিচ্ছ? তওবা তওবা!”

“তওবা মানে? আল্লা নিজেই ধার চেয়ে রেখেছেন, সময় পেলে পড়ে নিয়ো সুরা আত্ তাগাবুন-এর আয়াত সতেরো - যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করো, তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দেবেন। এই দশট্রাক খাবারের ধার দিচ্ছি, রোজ হাশরে বিশ ট্রাক সওয়াব পাব। তার পুরোটাই তোমাকে দিয়ে দেব যাও !”

হেসে ফেলল বৌ। ছোটকে দেখে ছুটে এল মাতবর আর ইমাম - অনেক কথা হল তাদের মধ্যে। বৌ মুগ্ধ চোখে দেখতে লাগল মানুষের আনন্দ। স্ফুধার্তের মুখে অল্প উঠলে যে আনন্দ তার কি কোনো ভাষা আছে? তার কি কোনো তুলনা আছে? তার মনে তখন অস্ফুটস্বরে বেজে চলেছে - যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করো, তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দেবেন। দিগন্তে তখন সূর্য্য ডুবুডুবু, মন্দ-মস্তুরে সন্ধ্যা নামছে। চমক ভাঙ্গল যখন স্বামী এসে বলল -

“ঢাকায় ফিরে আরো পাঠানোর চেষ্টা করব। অন্যট্রাকগুলো.....”

তাকে থামিয়ে বৌ বলল - “আমার কিছু গয়না আছে। সেগুলো থেকে কিছু নাই.....”

“না না !! ওকথা মনেও এনোনা !!”

“কেনো?”

“এখন ওগুলো দিয়ে দিলে মাস দুয়েক পরেই আমার ঘাড়ে চেপে বসবে নুতন গয়নার জন্য। ওসবের মধ্যে আমি নেই। শোন। অন্যট্রাকগুলো অন্যান্য গ্রামে গেছে - আমরা সেসব জায়গায় যাব। আমি চাই আমার বৌ নিজের হাতে খাবার বিলোবে আর বাচ্চাদের কোলে বসিয়ে মুখে তুলে খাওয়াবে”।

“আচ্ছা”।

“ক্যামেরা এনেছি - তোমার বাচ্চা খাওয়ানোর ছবি তুলব। অন্যান্য ছবিও তুলব”।

“না - ছবি তুলবে না”।

“কেনো?”

“ছবি তোলে তারা যারা পত্রিকায় ছাপে প্রচারের জন্য। ছবি তুললে তোমারও সেই ইচ্ছে হবে”।

“তথাস্তু। প্রচারের জঞ্জাল আমাদের দরকার নেই, ছবি ক্যানসেল। যাহোক, রাতটা কাটাতে হবে ইমাম বা মাতবরের বাসায় - তোমার কষ্ট হবে না তো?”

“না - কষ্ট হবে কেন। ওদের তুমি আগে থেকে চিনতে?”

“না, চিনব কি করে। আমাদের ড্রাইভারের বন্ধু এ গ্রামের লোক, ও-ই যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছে। রাতটা থেকে আমরা সকালে অন্য গ্রামে যাব - ঘণ্টা দুয়েকের পথ”।

“আচ্ছা”।

“তার পরে অন্যান্য গ্রামে যাব যেখানে আমাদেরট্রাক এসেছে, সব মিলিয়ে দশদিন। তারপরে ফিরে যাব ঢাকায়। পারবে না?”

পৃষ্ঠা: ৫

“পারব”

“এদিকে এসো”।

স্বামী আঁকড়ে ধরল বৌয়ের হাত। টেনে নিয়ে গেল ঝোপঝাড়ের ওইদিকে যেখানে কেউ নেই। সামনে ধু ধু খরা জমি - ওপরে অব্যবহৃত আকাশ। পেছনে দূর থেকে ভেসে আসছে আনন্দিত মানুষের চীৎকার। মায়াময় গ্রাম বাংলার প্রান্তে নেমে আসছে মায়াময় সন্ধ্যা। বৌ চোখ তুলে দেখল চিরচেনা স্বামীর অচেনা দু'চোখে জ্বলছে হাজার জোনাকি। সেই জোনাকি-চোখ বৌয়ের চোখে রেখে স্বামী ফিসফিসে অথচ দৃঢ়স্বরে বলল- “নবী বলেছেন যার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে সে মুসলমান নয়।”

তারপরে সে দু'হাত সোজা ওপরে তুলে আকাশের দিকে মুখ তুলে সমস্ত শক্তিতে চীৎকার করে উঠল - “লাব্বায়েক!!”

সুদূর পশ্চিমে কাবা শরীফকে ঘিরে ঠিক তখন জলদমন্ড্রে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে লক্ষ কণ্ঠের আকুতি - “লাব্বায়েক!!”

হাসান মাহমুদ

১২ ডিসেম্বর - ৩৭ মুক্তিসন (২০০৭)